গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ
www.mefwd.gov.bd

বিষয়: মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি ও ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন প্রতিবেদন।

সূত্র: গত ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত।

গত ২৩.১০.২০২৩ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় আকস্মিকভাবে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি ও ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রের পরিচালক ডা. মনিরুজ্জামান সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া, কেন্দ্রের উপ-প্রধান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব একেএম আলমগীর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব এবিএম মাজহারুল ইসলাম কেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরিয়ে পরিদর্শন কাজে সহযোগিতা করেন।

২। ইপিআই কেন্দ্র

পরিচ্ছন্ন আঙিনা পাড় হয়ে ঢোকার মুখেই ইপিআই কেন্দ্র অবস্থিত। এই কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় ৮০ জন শিশুকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। ভ্যাকসিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ভালো মর্মে সেবা প্রদানকারীগণ জানান। ভ্যাকসিন প্রদানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট মর্মে সেবাপ্রার্থী মায়েদের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায়।

৩। শিশু বহির্বিভাগ

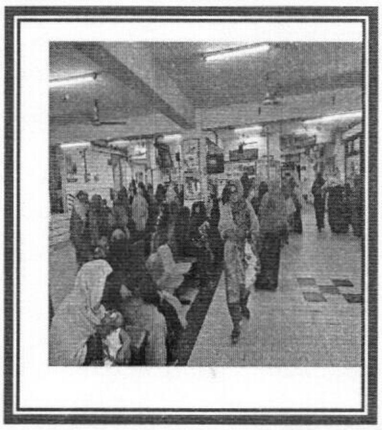

নিচতলায় অবস্থিত শিশু বহির্বিভাগে টিকেট সংগ্রহের জন্য সেবাপ্রার্থী মায়েদের সুশৃঙ্খল লাইন দেখা যায়। আউটডোর টিকেটের মূল্য পাঁচ টাকা এবং ইনডোর টিকেটের মূল্য ১০ টাকা। রোগীদের তথ্য অনলাইনে সংরক্ষণ করা হয়। টিকেট ক্রয়ের পরে প্রতি জন রোগী/সেবাপ্রার্থীকে একটি করে 'হেলথ কার্ড' দেওয়া হয়। বার কোড সংবলিত 'ইউনিক আইডি'র এই কার্ড পরবর্তীতেও ব্যবহার করা যায়। পূর্বে রোগী কর্তৃক গৃহীত সেবা অর্থাৎ রোগের লক্ষণ, সকল প্রকার পরীক্ষার ফলাফল এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কিত সকল তথ্য সহজেই দেখে নেওয়া যায়।

এখানে রোগীদের বেশ ভিড় পরিলক্ষিত হয়। জিজ্ঞাসায় জানা যায় যে, প্রতিদিন গড়ে ৪০০-৫০০ রোগী সেবা গ্রহণ করে। সপ্তাহের শনি, রবি ও সোমবারে রোগীর ভিড় বেশি থাকে এবং অন্যান্য দিনগুলোতে তুলনামূলকভাবে রোগীর পরিমাণ কম থাকে।

৪। ফার্মেসি ব্যবস্থাপনা

ফার্মেসিতে প্রায় ৩০ প্রকারের ঔষধ নিয়মিতভাবে থাকে। প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রের ভিত্তিতে সেবাগ্রহণকারীদের বিনামূল্যে এইসব ঔষধ বিতরণ করা হয়। ফার্মেসিতে বরাদ্দকৃত ঔষধ শেষ হয়ে গেলে প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় অবস্থিত স্টোর থেকে ইনডেন্টের মাধ্যমে ঔষধ সংগ্রহ করা হয়। ঔষধের সরবরাহ সন্তোষজনক। কাউন্টারে উপস্থিত সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় প্রয়োজনীয় ঔষধ সচরাচর পাওয়া যায়। তবে, গ্যাসের ঔষধ মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় না।

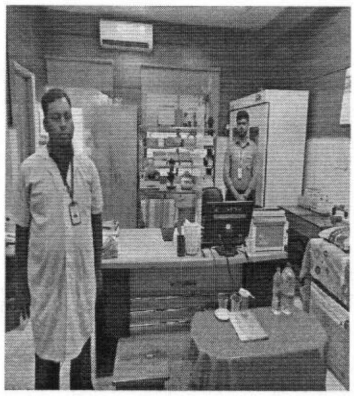

৫। ব্লাড ব্যাংক

ব্লাড ব্যাংক পরিচ্ছন্ন। ব্লাড সংরক্ষণের জন্য দুটি ফ্রিজ থাকলেও একটি নষ্ট। দুইবার মেরামত করা হলেও বর্তমানে পুরোপুরিভাবে অকেজো রয়েছে। একটি ফ্রিজ দিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে তবে নতুন আরেকটি ফ্রিজ হলে আরও ভালো হয়। দুইজন কর্মীকে উপস্থিত পাওয়া যায়। এই কেন্দ্র প্রয়োজন অনুযায়ী ২৪ ঘন্টা রক্ত ট্রান্সফিউশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

৬। রোগ শনাক্তকরণ ব্যবস্থা

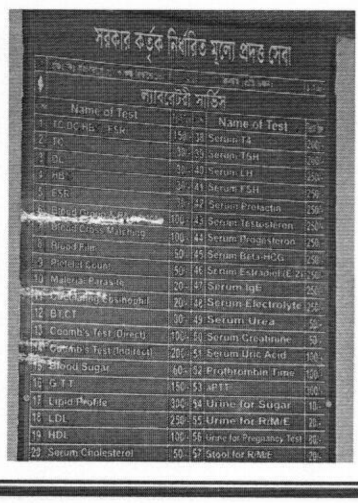

মেয়েদের জরায়ুমুখের ও ব্রেস্ট ক্যান্সার শনাক্তকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে এই বিষয়ক সেবা গ্রহণকারী ২০৮ জনের মধ্যে তিনজনের জরায়ুমুখে এবং ২৭ জনের ব্রেস্ট ক্যান্সার শনাক্ত হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের পরে অন্যত্র উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিদিন প্রায় ৩০০ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল/প্যাথলজিক্যাল টেস্ট হয়। একজন কনসালটেন্ট ও দুই জন টেকনিসিয়ান এই কাজগুলো করেন। বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ও রিএজেন্ট সরবরাহ সন্তোষজনক মর্মে জানা যায়। কক্ষটি পরিচ্ছন্ন তবে মেঝেতে বিছানো ম্যাটটি নষ্ট হয়ে গেছে। এটি সংস্কার করা হলে কক্ষের কাজের পরিবেশ অধিকতর উন্নত হবে। উল্লেখ্য বিভিন্ন রকম টেস্টের জন্য প্রযোজ্য মূল্য তালিকা উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা রয়েছে।

৭। দীর্ঘমেয়াদি ইনফার্টিলিটি

দীর্ঘমেয়াদি ইনফার্টিলিটি সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০ জন রোগী সেবা গ্রহণ করে থাকে। এই সেবার তিনটি পর্যায় রয়েছে। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সেবা এখানে প্রদান করা হলেও টারসিয়ারি লেভেলের সেবা প্রদানের সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট জানালেন যে, এক্ষেত্রে তাঁদের সফলতার হার প্রায় ৫০%। টারসিয়ারি লেভেলের সেবা চালু করা যেতে পারে বলেও তিনি সুপারিশ করেন।

৮। অপারেশন থিয়েটার

প্রতি মাসে এখানে প্রায় ১৬০-২০০টি এনএসভি করা হয়। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসে এই কেন্দ্রে ৩৭৬টি স্বাভাবিক এবং ৩৬৯টি সিজারিয়ান প্রসব হয়েছে। তা ছাড়া, ২২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ২৪৪টি স্বাভাবিক এবং ২৩৪টি সিজারিয়ান প্রসব হয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে রোগী থাকায় ভিতরে দেখা যায়নি। কর্তব্যরত ডাক্তার জানালেন যে, তাঁদের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় অটোক্লিভ মেসিন (বড়) দীর্ঘদিন যাবৎ নষ্ট রয়েছে; ছোট ছোট দুইটি মেসিন দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বড় আকারের একটি অটোক্লিভ মেসিন খুবই প্রয়োজন। অপরদিকে, মা ও শিশুদের প্রদত্ত সেবা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে একটি কার্ডিয়াক মনিটর ও ডায়াথার্মি মেসিন প্রয়োজন।

৯। আল্ট্রাসনোগ্রাম

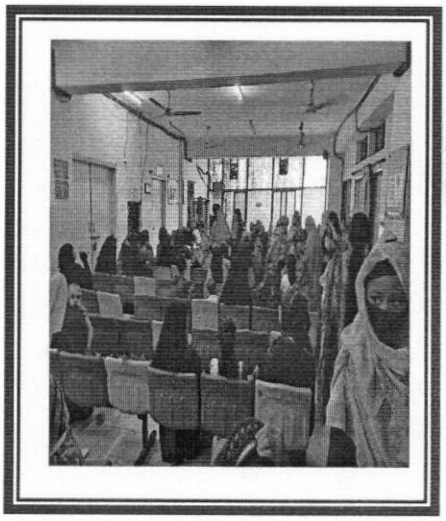

প্রতিদিন এখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করানোর জন্য প্রায় ২০০-২৫০ জন রোগী আসলেও সেবা দেওয়া সম্ভব হয় কেবল ৭৫-৮০ জনকে। অন্যদের প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ ও জটিলতার বিষয় বিবেচনাপূর্বক তারিখ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। আল্ট্রাসনোগ্রাম সেবা প্রদানের জন্য তিনটি পদের বিপরীতে মাত্র একজন সনোলজিস্ট কর্মরত আছেন। জরুরি ব্যক্তিগত প্রয়োজন কিংবা অসুস্থ হয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে এই সেবা প্রদান কার্যক্রম বন্ধ থাকে। মাও শিশুদের বিষয় বিবেচনাপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে আরও একজন (ন্যূনতম) সনোলজিস্ট পদায়ন করা একান্ত আবশ্যক।

১০। চিকিৎসার চাহিদা ও শূন্যপদ

পরিদর্শনের তারিখে অর্থাৎ গত ২৩.১০.২০২৩ তারিখে হাসপাতালে ১১২ জন রোগী ভর্তি ছিলেন। সাধারণত এই সংখ্যা গড়ে ১২০-১৩০ থাকে মর্মে পরিচালক জানান। এই কেন্দ্রে মোট ৯৭টি পদের বিপরীতে ৫৫ জন ডাক্তার, ৩৬টি পদের বিপরীতে ১৫ জন সিনিয়র স্ট্যাফ নার্স, ০৮টি পদের বিপরীতে ০৪ জন টেকনোলজিস্ট কর্মরত আছেন। শূন্যপদগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। মা ও শিশুদের জন্য উন্নতমানের চিকিৎসার সুবিধা বিদ্যমান থাকলেও এই হাসপাতালের আন্তরিক ও উন্নতমানের সেবা প্রদানের যথাযথ প্রচার নেই বলে প্রতীয়মান হয়।

১১। রান্নাঘর

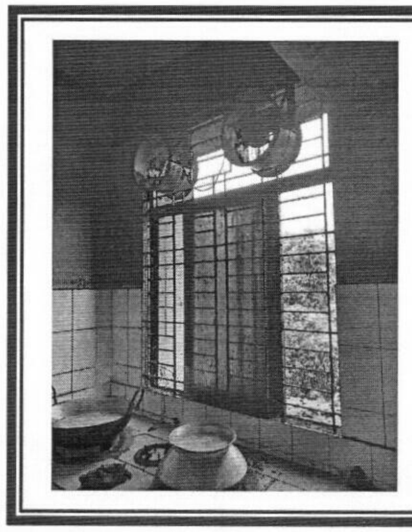

প্রতিজন রোগীর জন্য দৈনিক খাবার বাবদ সরকারি বরাদ্দ ১৭৫/- টাকা। রান্নাঘরটি অধিকতর পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এক্সহস্ট ফ্যান দুইটি নোংরা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এর স্থাপনও যথাযথ নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। এক্সহস্ট ফ্যান দুইটির বর্ধিত অংশ ভিতরের দিকে দেখা যায়। এই বর্ধিত অংশে জমে থাকা তেল ও ময়লা আগুনের তাপে গলে নিচে পড়ে; যা খাবারের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য এক্সহস্ট ফ্যান দুটি অবিলম্বে পরিচ্ছন্ন করার এবং এর বর্ধিত অংশ বাইরের দিকে স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়। তা ছাড়া, রান্নাঘরটি হাসপাতাল ভবনের বাইরে পৃথক স্থানে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১২। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রিজম নামক একটি সংস্থা এই কেন্দ্রের প্রতিদিনের উৎপন্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত। মাসিক পাঁচ হাজার টাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উক্ত কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তি রয়েছে। ঢাকা মহানগরের উভয় সিটি কর্পোরেশনের দৈনন্দিন বর্জ্য এই কোম্পানিই ব্যবস্থাপনা করে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে কেন্দ্রের পরিচালক সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৩। পরিচ্ছন্নতা

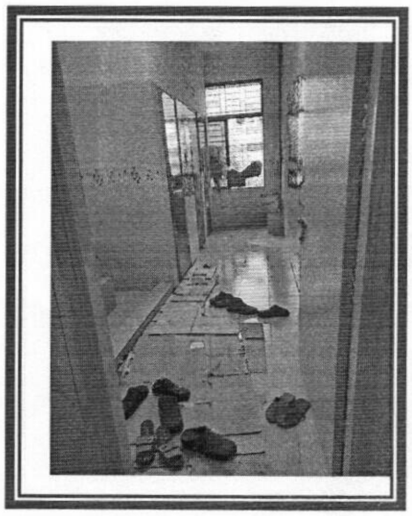

এই কেন্দ্রের সামনের আঙিনা ও বিভিন্ন ফ্লোরের পরিচ্ছন্নতা সন্তোষজনক। ওয়াশরুম ও টয়লেটগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। তবে, একটি ফ্লোরের টয়লেটগুলো পুরানো হয়ে যাওয়ায় তা সংস্কার বা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া, কিছু সংস্কার কাজ চলমান রয়েছে। সে কারণে কিছু পরিত্যাক্ত ও অব্যবহার্য জিনিসপত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো-ছিটানো দেখা যায়। রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় বিবেচনাপূর্বক সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

১৪। সেবাপ্রাথীগণের আচরণ ও মতামত

সেবাগ্রহীতাগণের সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায় প্রাপ্ত সেবা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। প্রচুর সেবাগ্রহীতা উপস্থিত থাকলেও সেখানে কোনো হৈচৈ বা বিশৃঙ্খলা গোচরীভূত হয়নি। সবাই নিজ নিজ সময়ের/ডাকের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন এবং সেবা প্রদানকারীগণকেও আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান করতে দেখা যায়।

১৫। সামগ্রিক মতামত

- কেন্দ্রটির পরিচ্ছন্নতা, ব্যবস্থাপনা ও সেবা প্রদান প্রশংসনীয়;
- ইউনিক আইডি সংবলিত হেলথ কার্ড প্রদান ও তথ্য সংরক্ষণ কার্যক্রম খুবই যুগোপযোগী এবং এই ধারণা সমশ্রেণির অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও চালু করা যেতে পারে;
- ব্লাড ব্যাংকের জন্য একটি ফ্রিজ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন;
- পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক দীর্ঘমেয়াদি ইনফার্টিলিটি চিকিৎসার টারসিয়ারি সেবা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;
- অপারেশ থিয়েটারের জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি বড় অটোক্লিভ মেসিন এবং পর্যায়ক্রমে কার্ডিয়াক মনিটর ও ডায়াথার্মি মেসিন সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- অবিলম্বে একজন সনোলজিস্ট পদায়ন এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শূন্যপদ পূরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং
- রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ ও অবিলম্বে এক্সহস্ট ফ্যান দুটির সংস্কার অথবা চুলাগুলো নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে। তা ছাড়া, রান্নাঘরটি মূল ভবন থেকে পৃথক স্থানে সরিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(মঈনউল ইসলাম)
যুগ্মসচিব

স্মারক নম্বর ৫৯.০০.০০০০.১৪৪.২৫.০০১.২০২৩-৮৪৪ তারিখ: ২৬.১০.২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো

১। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, স্বাশিপক বিভাগ, স্বাপক মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত সচিব, জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন অনুবিভাগ, স্বাশিপক বিভাগ, স্বাপক মন্ত্রণালয়।
৫। পরিচালক, মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি ও ট্রেনিং সেন্টার এবং ১০০ শয্যাবিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-২, স্বাশিপক বিভাগ, স্বাপক মন্ত্রণালয়।
৭। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সেল, স্বাশিপক বিভাগ-এই বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।

২৬/১০/২৩

(মঈনউল ইসলাম)
যুগ্মসচিব